কোটচাঁদপুর যুবদলের বিক্ষোভ সমাবেশ

দেশব্যাপি যুব দল নেতা হত্যার প্রতিবাদ, অমানবিক নির্যাতন, তেল, গ্যাস, সহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি ও দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি এবং অবৈদ্য সরকার পতনের দাবীতে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলা ও পৌর যুবদলের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেন।

শনিবার বিকালে কোটচাঁদপুরে দলটি বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে করেন। দলটি মেইন বাসস্ট্যান্ডে উপজেলা বিএনপি’র কার্যালয়ে সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়।পরে মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পায়রা চত্বরে সমাবেশে স্হলে এসে মিলিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন পৌর যুব দলের আবহায়ক মোঃ ফয়েজ আহমেদ তুফান। উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আশরাফুজ্জামান খান মুকুলের সঞ্চালনায় বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি মোঃ আব্দুর রাজ্জাক,বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত আলী, পৌর বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম, উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক হারুন-উর-রশিদ, সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা টিপু,দপ্তার সম্পাদক মোঃ শহিদুল ইসলাম, বলুহর ইউনিয়নের সভাপতি মোঃ আশরাফ আলী, সাধারন সম্পাদক মোঃ মফিজুর রহমান, যুগ্ম-সাধারন সম্পাদক হুমায়ুন কবির মিলন, উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব মাহফুজ আলম মামুন, যুবদল নেতা অমেদুল ইসলাম, সাবেক ইউপি সদস্য মুহিদুল ইসলাম, পৌর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক রিপন শেখ, যুগ্ম আহ্বায়ক বেনজামিন,যুগ্ম আহ্বায়ক টুটুল, উপজেলা ছাত্র দলের সদস্য সচিব হুমায়ূন কবির হিরা, সেচ্ছাসেবক দল নেতা ডিপলু, জনি সহ বিএনপি’র সকল অঙ্গ সংগঠন নেতাকর্মী বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সে সময় সরকার বিরোধী বিভিন্ন স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত করে তোলেন বিক্ষোভ সমাবেশ স্থল।

ঝিনাইদহ জেলা যুবদলের বিক্ষোভ সমাবেশ

মুন্সিগঞ্জে বিএনপির উপর পুলিশের গুলিবর্ষণে গুলিবিদ্ধ যুবদল কর্মী শাওন ভূঁইয়া নিহতের প্রতিবাদে ঝিনাইদহ জেলা যুবদল বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে।

শনিবার দুপুরে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে জেলা যুবদলের আয়োজনে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। বিক্ষোভ মিছিলটি ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সামনে থেকে বের করে শহরের এইচএসএস সড়কে পৌছলে পুলিশ বাধা দেয়। পরে সেখান থেকে ফিরে জেলা বিএনপি কার্যালয়ের সামনে তারা সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করে।

সমাবেশে জেলা বিএনপি সভাপতি এ্যাড. আব্দুল মজিদ,সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম পিন্টুসহ বিএনপির বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা বলেন, এই সরকারের বিদায় ঘন্টা বেজে গেছে। সরকার পতন এখন শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র। যে ভাবে তারা বিএনপির বিভিন্ন নেতা কর্মীদের হত্যা, নির্যাতন করছে তাতে তাদের শেষ রক্ষা হবে না।

কোটচাঁদপুরে উপজেলা ও পৌর বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

দেশব্যাপী বিএনপির চলমান কর্মসূচিতে পুলিশের গুলিবর্ষণ ও আওয়ামীলীগের সন্ত্রাসি হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছেন কোটচাঁদপুর উপজেলা ও পৌর বিএনপি। রবিবার বিকালে এ কর্মসুচী পালন করেন দলটি।

বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ উপলক্ষে দুপুরের পর কোটচাঁদপুর

মেইনবাসস্ট্যান্ডে নেতা-কর্মীরা জড়ো হতে থাকে। এরপর বিকাল ৫ টার সময় বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। পরে মিছিলটি বলুহর বাসস্ট্যান্ড থেকে ফিরে এসে কলেজ বাসস্ট্যান্ডের সমাবেশ স্থলে এসে যোগদান করেন।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন কোটচাঁদপুর পৌর বিএনপির সভাপতি ও সাবেক মেয়র এস কে এম সালাহউদ্দীন বুলবুল সিডল। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোটচাঁদপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ও বিএনপি নেতা একরামুল হক,উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত আলী, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক হারুন অর রশিদ, পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা টিপু,দপ্তর সম্পাদক শহিদুল ইসলাম ভুইয়া, উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আশরাফুজ্জামান খান মুকুল।

এ সময় নেতারা বলেন গুলি ও হামলা করে এ আন্দোলনকে দমানো যাবে না। এ ছাড়া এ আন্দোলনে সফলতা না আসা পর্যন্ত তারা ঘরে ফিরবেন না বলে দৃঢ প্রতিজ্ঞ।

দর্শনায় থানা যুবদলের পরিচিতি সভা

দর্শনা থানা যুবদলের পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বিকাল সাড়ে চারটার দিকে দর্শনা পৌর এলাকার দক্ষিন চাঁদপুর শাপলা পার্কে জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে দিয়ে এ পরিচিতি সভা ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দর্শনা থানা যুবদলের আহবায়ক জালাল উদ্দিন লিটনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য খাজা আবুল হাসনাত। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত থেকে জেলা যুবদলের সাধারন সম্পাদক সাইফুর রসীদ ঝন্টু বলেন, সময় এসেছে গনতন্ত্র পুনঃউদ্ধারে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ডাকে সকল

আন্দোলনে বিএনপির অঙ্গসংগঠনের তৃনমূল পর্যায়ের সকল নেতাকর্মীদের শতভাগ উপস্থিতি থেকে হাতে হাত রেখে কাজ করতে হবে।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য হাবিবুর রহমান বুলেট, জেলা শ্রমিকদলের শফিকুল ইসলাম সাবু, দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়ক নাহারুল ইসলাম মাস্টারসাবেক চেয়ারম্যান আহাম্মেদ হোসেন, সাবেক চেয়ারম্যান আকতার হোসেন, বিএনপি নেতা নাসির উদ্দিন খেদু, শরিফ উদ্দিন, রেজাউল ইসলাম,লুতফর রহমান,খাইরুল আলম,আসলাম উদ্দিন, থানা যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক দর্শনা পৌর যুবদলের আহবায়ক ফারুক হোসেন,সদস্য সচিব জালাল উদ্দীন, সেচ্ছাসেবকদলের মজনু শাহ, ছাত্রদলের পলাশ,মুফা,সুজন,রাজ,ছাইদুর, ডাবলু, আঃ হাই,জাকির হোসেন, মামুন, শাহারুল প্রমূখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন থানা যুবদলের সদস্য সচিব সাজেদুর রহমান মিলন।

মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক তোফায়েল আহম্মেদের স্বরণে শোক সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদ্য প্রয়াত আহবায়ক তোফায়েল আহম্মেদের স্বরণে শোক সমাবেশ বিএনপি কার্যালয়ের সামনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা যুবদলের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার বিকালে আয়োজিত শোক সমাবেশে সভাপতিত্বে করেন জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম।

শোক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মারুফ আহম্মেদ বিজন। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন,মেহেরপুর পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাউছার আলীর সঞ্চালনায় অন্যান্যদের মধ্যে গাংনী উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আব্দুল মালেক চপল বিশ্বাস, সদস্য সচীব জাহিুল ইসলাম, মেহেরপুর সদর উপজেলা যুবদলের আহবায়ক লিয়াকত আলী, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের সদস্য সচীব আনারুল ইসলাম, গাংনী পৌর যুবদলের আহবায়ক সাবেক কমিশনার সাইদুল ইসলাম, সদস্য সচীব সাবেক কাউন্সিলর এনামুল হক প্রমুখ।

বক্তারা সদ্য প্রয়াত জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক তোফায়েল আহম্মেদের কর্মগুলো স্বরণ করেন। এছাড়া তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোওয়া ও মোনাজাত করেন।

উল্লেখ্য মেহেরপুরের একজন সাংবাদিকের দায়ের করা চেক ডিজঅনার মামলায় তোফায়েল আহম্মেদের ৮ মাসের কারাদন্ড হয়েছিল। সে মামলায় সে মেহেরপুর জেল হাজতে ছিল। গত ৪ আগষ্ট রবিবার দিবাগত রাতে মারা যান তিনি।

বিএনপি নেতার দাফন সম্পন্ন, মৃত্যুকে ঘীরে নানা গুঞ্জন

চেক ডিজঅনার মামলায় কারাাণÍরীণ অবস্থায় মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি তোফায়েল আহমেদের হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়াকে কেন্দ্র করে মেহেরপুর শহরে শুরু হয়েছে নানা গুঞ্জন। বিএনপির নেতাদের দাবী কারাগারে বিএনপি নেতা তোফায়েলকে পরিকল্পিত হত্যা করা হয়েছে। তোফায়েলের মেয়ে তার বাবার মৃত্যুর জন্য সাংবাদিক মিজানকে দায়ী করে বিচার দাবী করেছেন।

এদিকে সোমবার বিকাল ৩ টার সময় মেহেরপুর সদর উপজেলার উজুলপুর গ্রামে নামাজে জানাযা শেষে ওই কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন হয়েছে।

এর আগে দুপুরের দিকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিক্যাল কর্মকর্তার(আরএমও) নেতৃত্বে তিন সদস্যর চিকিৎসক দল ময়নাতদন্ত সম্পন্ন করে লাশের স্যাম্পল রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ফরেনসিক ল্যাবে পাঠানো হয়েছে।

ময়না তদন্তের প্রতিবেদন পেলে হত্যাকান্ড সম্পর্কে পরিস্কার জানা যাবে বলে জানিয়েছেন আরএমও মোকলেসছুর রহমান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুন, সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর-২ আসনের সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন, মেহেরপুর পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসসহ জেলা বিএনপির নেতৃবৃন্দ ও অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন স্তুরের নেতাকর্মী।

এই মৃত্যুকে হত্যাকান্ড দাবী করে জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুন বলেন, একজন আসামি অসুস্থ হলে তাদের অভিভাবককে জানাতে হবে। তোফায়েল একজন রাজনৈতিক নেতা। তার দলীয় নেতাদের জানাতে হবে। সেটি না করে মৃত্যুর ২ ঘন্টা পরে পরিবারকে জানানো হয়েছে। এর সুস্পস্ট ব্যাখ্যা দাবী করেছেন কারা কর্তৃপক্ষের কাছে। একই সঙ্গে এ হত্যাকান্ডের সুষ্ঠ তদন্ত দাবী করেছেন।

নিহত তোফায়েল হোসেনের মেয়ে তাহমিন রুশদি অভিযোগ করে বলেন, আমার বাবার প্রতি অবিচার করা হয়েছে। আমার বাবা মেহেরপুরের সাংবাদিক মিজানের (মিজানুর রহমান, তিনি অনলাইন পোর্টালের সাংবাদিক) কাছে থেকে আড়াই লক্ষ টাকা সুদের মাধ্যমে ঋণ নিয়েছিলেন। সাংবাদিক মিজানকে সুদসহ আসল টাকা অনেক আগে পরিশোধ করা হয়েছিলো। কিন্তু তিনি সুদের সুদের জন্য চাপ দিতে থাকে। এক পর্যায়ে তাকে দেওয়া ব্যাংকের চেক ডিজঅনার দেখিয়ে আব্বুর বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন। সেই মামলায় আমার আব্বুর জেল হয়েছিলো। আমি সাংবাদিক মিজানের বিচার চাই।

তাহমিন রুশদি আরো বলেন, আমার বাবা সুস্থ ছিলেন। কখন কিভাবে অসুস্থ হলেন আমরা জানিনা। জেলখানা থেকে তার মৃত্যুর খবরও আমাদের জানানো হয়নি। রাত সাড়ে ১০ টার দিকে ফেইসবুক ও সাংবাদিকদের মাধ্যমে বাবার মৃত্যুর বিষয় নিশ্চিত হয়ে আমরা হাসপাতালে আসি। এরপর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে আমার বাবার মৃতদেহ পাই।

তবে, অভিযুক্ত সাংবাদিক মিজানুর রহমান বলেন, তোফায়েলের মেয়ের অভিযোগ ভিত্তিহীন। তোফায়েল আমার কাছে থেকে ৭ লাখ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। সাবেক এমপি মাসুদ অরুন মিমাংসা করে দেওয়ার পর তিনি ৬ লাখ টাকার চেক দিয়েছিলেন। আমি সবার অনুরোধে তাকে ১ লাখ টাকা মাফ করে দিয়েছি। সেই চিক ডিজঅনার মামলায় তার ৮মাসের জেল হয়। তোফায়েল জেলে যাওয়ার পরেও মাসুদ অরুন আমাকে বিষয়টি মিটিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করেছে। আমি সেটা করতেও চেয়ছি।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি রফিকুল ইসলাম বলেন, ময়নাতদন্ত শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় মেহেরপুর সদর থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত রবিবার (৪ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৭টা ৪০ মিনিটে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে কারাগারের নিজস্ব গাড়িতে করে তাকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ৮টা ২৫ মিনিটে তিনি মারা যান।

মেহেরপুর জেলা কারাগারের সুপার মোখলেসুর রহমান জানান, তিনি এনআই আইনের একটি মামলায় ৮ মাসের সাজাপ্রাপ্ত আসামি ছিলেন। গত ৩০ মে তাকে আদালত কারাগারে পাঠায়।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকের বরাত দিয়ে জেল সুপার মোখলেসুর রহমান জানান, তিনি মাইক্রো কার্ডিয়াক ইনফেকশনে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন।

মেহেরপুর কারাগারে জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি তোফায়েলের মৃত্যু

মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি তোফায়েল আহমেদ জেলা কারাগারে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

রবিবার সন্ধ্যা ৭টা ৪০ মিনিটে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে কারাগারের নিজস্ব গাড়িতে করে তাকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ৮টা ২৫ মিনিটে তিনি মারা যান।

মেহেরপুর জেলা কারাগারের সুপার মোখলেসুর রহমান জানান, তিনি এন আই মামলার ৮ মাসের সাজাপ্রাপ্ত আসামি ছিলেন। গত ৩০ মে তাকে আদালত কারাগারে পাঠায়। তিনি শারিরীক ভাবে অসুস্থ থাকায় প্রতিদিন অনেক পরিমানে ওষুধ সেবন করতেন।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকের বরাত দিয়ে জেল সুপার মোখলেসুর রহমান জানান, তিনি মাইক্রো কার্ডিয়ালে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন।

গাংনীতে বিএনপির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে যাওয়ায় যুবদল নেতার উপর হামলা

বিএনপির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর মিছিলে আসায় সাজেদুল ইসলাম (৩৬) নামের ওয়ার্ড যুবদলের সাংগাঠনিক সম্পাদককে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে আহত করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে।
শনিবার (৩ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত ৮ টার দিকে গাংনী উপজেলার বেতবাড়িয়া গ্রামের ঘাটপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
আহত সাজেদুর রহমান বেতবাড়িয়া গ্রামের ঘাটপাড়া এলাকার আব্দুস সালামের ছেলে।
আহত সাজেদুরকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেছেন।
বেতবাড়িয়া গ্রামের স্থানীয় আওয়ামীলীগ কর্মী মিলন হোসেন ও কোবরুল ইসলাম তাকে মিরপিট করেছে বলে জানান তিনি।
সাজেদুর বলেন, ১ তারিখে বিএনপির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর সমাবেশে বিপুল পরিমান কর্মী সমর্থক নিয়ে এসেছিলাম। তারপর থেকে আমাকে মারার ঘোষণা দেই তারা। শনিবার সন্ধ্যার পর বাজার থেকে বাড়িতে ফেরার সময় তার আমার উপর অতর্কিত হামলা চালায়। আমাকে স্থানীয়রা তার হাত থেকে রক্ষা করে হাসপাতালে পাঠান।
এঘটনায় মামলা দায়ের করার প্রস্ততি নিচ্ছেন বলে জানান আহত সাজেদুল।
তবে, অভিযুক্তদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তাদের পাওয়া যায়নি।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সমাবেশ অনুষ্ঠিত

নারায়ণগঞ্জে হত্যাকান্ড পুলিশের গুলিতে নিহত শাওন হত্যা সহ সারাদেশে হামলা-মামলা নির্যাতনের প্রতিবাদে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সমাবেশ।

শনিবার বিকেলে মেহেরপুর জেলার বিএনপির প্রধান কার্যালয়ের সামনে জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাসুদ অরুনের সভাপতিত্বে এবং পৌর বিএনপি’র সভাপতি জাহাঙ্গীরের বিশ্বাসের সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর সদর উপজেলা যুবদলের সভাপতি লিয়াকত আলী, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব আনারুল ইসলাম, জেলা যুবদলের জয়েন্ট সেক্রেটারি মেহেদী হাসান রোকন, জেলা মহিলা দলের সভাপতি সাইয়েদাতুননেসা নয়ন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ সংগঠনিক সম্পাদক শাহাবুদ্দিন মোল্লা, মেহেরপুর জেলা বিএনপির মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক রায়হানুল কবির, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আনারুল ইসলাম, মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি মারুফ আহমেদ বিজন প্রমুখ বক্তব্য রাখছিলেন।

এ সময় জেলা উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের বিভিন্ন নেতা কর্মী উপস্থিত।

মেহেরপুরে বিএনপি’র ৪৪ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

মেহেরপুরে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি’র ৪৪ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে জেলা বিএনপি’র র্যালী ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে এ

সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

র্যালী ও সমাবেশের সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন।

পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন,জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান,জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, জেলা বিএনপি যুগ্ম সম্পাদক আব্দুর রহিম, আরিজুললা বাবলু মাস্টার,মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, সিনিয়র সহ সভাপতি শহীদুল আলম।

এছাড়াও জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, জেলা মহিলা দলের সভাপতি সাইয়েদাতুননেসা নয়ন,জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক আজমল হোসেন মিন্টু,ছাত্রদল নেতা আকিব জাভেদ সিনজিন, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।
এ সময় মেহেরপুর জেলা, গাংনী ও মুজিবনগর উপজেলা এবং বিভিন্ন ইউনিয়ন বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি’র ৪৪ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র একটি র্যালী বের হয়। র্যালীটি প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে সমাবেশের স্থানে শেষ হয়।

এ দিকে মেহেরপুর বড় বাজার জেলা বিএনপির কার্যালয় ৪৪তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ওমর ফারুক লিটনের সভাপতিত্বে এবং জেলা বিএনপির সহ সাংগঠনিক সম্পাদক
কাজী মিজান মেননের সঞ্চালনায়।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আলমগীর খাঁন ছাতু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদ। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মোস্তাক রাজা, হামিদ খান গাজু। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবদলের সহ সভাপতি আনিসুর রহমান লাবলু, জেলা যুবদলের যুগ্ম সম্পাদক হুজাইফা ডিক্লেয়ার, জেলা যুবদলের সদস্য মনিরুল ইসলাম মনি, খাইরুল ইসলাম, ইসমাইল হোসেন, হাসিবুজ্জামান বিপলু,

হাসিবুজ্জামান বিট্টু।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা ছাত্র দলের সহ সভাপতি নাহিদ মাহমুদ সানি, ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক ফরিদুল ইসলাম মিন্টু, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক লিটন উদ্দিন। এসময় জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সাধারন সম্পাদক অ্যাড. নজরুল ইসলাম সহ বিভিন্ন নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।